শক্তি চট্টোপাধ্যায়

যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো

সত্যি কি 'এপিটাফ' লেখার বয়সে পৌঁছে গেলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায় ?
কেন এই কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতায় তিনি লিখে যাবেন
স্মৃতিফলকে উৎকীর্ণ করার জন্য কয়েকটি করুণরঙিন পঙ্‌ক্তি
যা আর্দ্র ও সজল করে তুলবে পাঠকের চোখ ?
পত্র-পত্রিকায় সম্পূর্ণ অপ্রকাশিত 'এপিটাফ' নামের অসামান্য
কবিতাটিতেই শুধু নয়, এই নতুন কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতাতেই
বিধৃত এক মৃত্যু-চেতনা। এই গ্রন্থের নাম কবিতায় তিনি
শুনিয়েছেন সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা যখন চাঁদ এবং চিতাকাঠ
তাঁকে 'আয় আয়' বলে হাতছানি দেয়। কিন্তু আমাদের
সৌভাগ্য যে, এই চেতনাই শেষ কথা নয়। এ-ছাড়াও রয়েছে এক
গার্হস্থ্য পিছুটান যা তাঁকে দিয়ে বলিয়ে নেয়—'যেতে পারি/
যে-কোনো দিকেই আমি চলে যেতে পারি/কিন্তু কেন
যাবো ?/
সন্তানের মুখ ধরে একটি চুমো খাবো।'
ঈশ্বর তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন। কেননা, এখনই তো সেই
পরিণতির সম্পন্ন সময় যখন তিনি জানেন, 'ভাঙারও নিজস্ব এক
ছন্দ আছে, রীতিপ্রথা আছে।' জানেন, 'অপরূপভাবে ভাঙা
গড়ার চেয়েও মূল্যবান কখনো সখনো'।
সেই অপরূপ ভাঙাগড়ারই কিছু অনবদ্য নিদর্শন নিয়ে প্রকাশিত
হল শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এই নতুন কাব্যগ্রন্থ।

9 788170 666905

সাহিত্য আকাদমি পুরস্কার প্রাপ্ত ১৯৮৩

যেতে পারি
কিন্তু
কেন যাবো

সূচীপত্র

যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো? ৯
শুয়ে আছি, ভাঙা ঘুম, ছেঁড়া স্বপ্নে ১০
পথে যেতে কষ্ট হয় ১১
মৃত্যু ১২
এই কি সময়? ১৩
বিড়াল ১৪
অসহ্য আমার ১৫
হাত পেতে দাঁড়িয়ে ১৬
নিচে থেকে আমি ঐ রূপবান ১৭
তুমি একা থেকো ১৮
শুধু বাঁচতে চাই ১৯
শেষদিনে ২০
বলো, ভালোবাসা ২১
গাছের শিকড়গুলি দাঁড়িয়ে আছে ২২
পুরনো নতুন দুঃখ ২৩
ফিরে আসে ২৪
মন্দিরের থেকে বহু শতাব্দীর অন্ধকার ২৫
দুজনের জন্যে ২৬
উত্তরবঙ্গের রঙ্গভূমে ২৭
এখন আমার কোনো অভিমান নেই ২৮
ডোঙ্গরপুরের বাংলোয় সন্ধ্যা ২৯
কিছুতে মেলেনি ৩১
কিছু আছে ৩২
ধ্বংস করো ৩৩
শুধু দুদিনের জন্যে ৩৪
কী যেন কী হবে ৩৫
সুদর্শন পোকা! ৩৬

ArkaPrabha Dutta Gupta
Book No 93
Date
Arunendu Bhawan, Siliguri

সূচীপত্র

জানলা থেকে মুখ বাড়ালে ৩৭
দুঃখকে তোমার ৩৮
আগুন লেগেছে ৩৯
ভালোবাসার শিকড় ৪০
কেন আছে ৪১
আগুনের কলা টেনে ৪২
প্রেমের মতন কাছে এসেছিলো ৪৩
আমি দেখি ৪৪
মানুষ কেন? ৪৫
আবার সেই ৪৭
সংসারে সন্ন্যাসী লোকটা ৪৮
শাক্য ৪৯
যদি নেয় ৫০
দেখে আসি ৫১
কবি ও দেবতা-পীর ৫২
ভালো থেকো ৫৩
ভালোবাসা পিঁড়ি পেতে রেখেছিল ৫৫
যদি পারো দুঃখ দাও ৫৬
নিশ্চিন্তপুরে সন্ধ্যা ৫৭
দশ বছর আগে-পরে ৫৮
সবিশেষ ছাড় ৫৯
ভাঙা গড়ার চেয়েও মূল্যবান ৬০
যাওয়া ভালো ৬১
পাহাড়িয়া কলকাতা ৬২
দিগরিয়া, পাহাড়ি দরবেশ ৬৩
এপিটাফ ৬৪

যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো?

ভাবছি; ঘুরে দাঁড়ানোই ভালো।

এতো কালো মেখেছি দু হাতে
এতো কাল ধরে!
কখনো তোমার ক'রে, তোমাকে ভাবিনি।

এখন খাদের পাশে রাস্তিরে দাঁড়ালে
চাঁদ ডাকেঃ আয় আয় আয়
এখন গঙ্গার তীরে ঘুমন্ত দাঁড়ালে
চিতাকাঠ ডাকে: আয় আয়

যেতে পারি
যে-কোনো দিকেই আমি চলে যেতে পারি
কিন্তু, কেন যাবো?

সন্তানের মুখ ধরে একটি চুমো খাবো

যাবো
কিন্তু, এখনি যাবো না
তোমাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাবো
একাকী যাবো না অসময়ে॥

শুয়ে আছি, ভাঙা ঘুম, ছেঁড়া স্বপ্নে

ভোরঘুমে দেখা দিলে, জানালার শিক করে ভাগাভাগি মাথার আকাশ
নুনমাখা চুল, হাতে জবুথবু, বিছানায় বালি
দুপাশে তুলোর টিলা, ঘরের ভিতরে ঝাউগাছ
অন্ধকার দুধে জল পড়ে হোটেলের বারান্দায়...
শুয়ে আছি, ভাঙা ঘুম, ছেঁড়া স্বপ্নে, তোমার সবুজ
মুখখানি হাতে ধরে আলুথালু পদ্মের মতন
শুয়ে আছি, কাছাকাছি কূলে ভাঙে সমুদ্রের জল
ভাঙে না কপাল স্বপ্নে, ঘুমঘোরে সেদিনের মতো
যখন কিশোরী দরজা ফাঁক করে বলেছিলো, যাও
চলে যাও, কখনো এসো না
এসো না আমার কাছে, কোনদিন কখনো এসো না।

আসিনি, দুঃখের পথ দুঃখে গিয়ে মুখ থুবড়ে প'ড়ে
ওঠেনি সাপের মতো ফণা তুলে হিংসায় প্রখর
লেজে ভর দিয়ে আমি দাঁড়াইনি চাঁদ খাবো ব'লে
খিদে খুব, তেষ্টা খুবই, দাঁড়াইনি চাঁদ খাবো ব'লে
কপালের আধখানা খাবো ব'লে কখনো জাগিনি
শুয়ে আছি, ভাঙা ঘুম, ছেঁড়া স্বপ্নে, তোমার সবুজ
মুখখানি হাতে ধরে আলুথালু পদ্মের মতন
শুয়ে আছি, কাছাকাছি কূলে ভাঙে সমুদ্রের জল!

পথে যেতে কষ্ট হয়

পথে যেতে কষ্ট হয়, পথের একপাশে বসে থাকি।
গভীর গাছের নিচে বসে থাকি যেন শুকনো পাতা—
পাতার মতন থাকি, কষ্ট পাই, বাতাসের হাতে,
উড়ে যেতে পারি ব'লে ভয় পাই, পুড়ে যেতে পারি।

পথে যেতে কষ্ট হয়, তাই একপাশে বসে থাকি

পড়ে থাকি ঢিবি কিংবা পুরাতন পাথরের মতো—
অর্বাচীন নয়, নয় গৃহসাজ, নিশ্চিন্ত পাথর।
কাজের পাথর নয়, কাজ ছেড়ে পড়ে আছে পথে,
পথের উপরে নয়, কিছু সরে, পথের একপাশে—
গভীর গাছের নিচে পড়ে আছে পাথরের মতো।

পথে যেতে কষ্ট হয়, তাই পথপাশে বসে থাকি।

মৃত্যু

পুড়ছিলো ঐ শ্মশান ভরে কাঠের রাশি
পুড়তে আমি ভালোবাসি, ভালোই বাসি।
পুড়তে আমি চাচ্ছি কোনো নদীর ধারে।

কারণ, একটা সময় আসে, আসতে পারে
যখন আগুন অসহ্য হয় নদীর ধারে।
এবং মড়া চাইতে পারে এক কুষি জল!
মৃত্যু তখন হয় না সফল, হয় না সফল!

এই কি সময় ?

কেন ক্রুদ্ধ নখ বেঁধে কাঁধের উপরে ?

টিলাখানি চিৎ, কাঁধে গাছ তার শিকড় গেড়েছে
খর, হিংস্র নখ নয়, সম্ভোগ-সংক্রান্ত নখগুলি
বিঁধে, হল্লাগুল্লা করে, সানুদেশে আনন্দও করে।

কেন ক্রুদ্ধ নখ বেঁধে কাঁধের উপরে ?

এই কি সময় ঐ দুজনের পর্যুদস্ত হওয়া
প্রেম ও পাথরে ? আছে চতুর্দিকে বনবর্গী হাওয়া
ঝর্ণার নিকটে কিছু চাওয়া আছে গ্রামবাসীদেরও !
এই কি সময় ঐ দুজনের পর্যুদস্ত হওয়া
প্রেমে ও পাথরে ?

বিড়াল

সুখের অত্যন্ত কাছে বসে আছে অসুস্থ বিড়াল
পশমের অন্তর্গত হয়ে আছে অসুস্থ বিড়াল
খুব কাছে বসে আছে হিতরতী অসুস্থ বিড়াল
কাছে বসে আছে কিছু পাবে ব'লে, অমরতা পাবে।
কাছে পেয়ে রাখা শক্ত, ঢাকা শক্ত চাদরে কাঁথায়
ঢাকা শক্ত ঘরে বাইরে, ঢাকা শক্ত অসুখে-সম্মোহে
সুখের অত্যন্ত কাছে বসে আছে অসুখী বিড়াল॥

অসহ্য আমার

যদি তুমি সন্তানের দুটো চোখ পোড়াও কাজলে
—আমার অসহ্য হবে।
আমি কোনদিন এই কলংকের শোভা
দেখতেও পারি না।
স্বাভাবিকতাই কোনো শিশুকে মানায়
ক্ষয়িষ্ণু মানুষে তুমি রং-বর্ণ দিও,
পরিপূরকতার জন্যে দিও তাকে কবচকুন্ডল।
শিশুদের ক্ষয় নেই,
আলো-বাতাসের দয়া ওরা আজো সমগ্রে মাখেনি।

হাত পেতে দাঁড়িয়ে

হলুদ শস্যের মধ্যে হাত পেতে রয়েছে দাঁড়িয়ে
একা লোকটি, হাত পেতে দাঁড়িয়ে রয়েছে,
হলুদ শস্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে
সারাদিন।
অন্নপূর্ণা, অন্ন দাও—ব'লে সেই যোজন বিস্তৃত
মাঠে, একা দাঁড়িয়ে রয়েছে।
পূর্ণ হয়ে যায় তার শূন্য করতল—

নিচে থেকে আমি ঐ রূপবান

পর্দাগুলো হার মানছে বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিতে।
বাহিরে বাতাস বেশী, খর হয়ে উঠছে রোদে-নুনে,
চটচটে চামড়ায় টিপ দিতে উঠে আসছে ধুলোবালি—
পরিচ্ছন্ন থাকা বড় কষ্টকর সমুদ্রের পাশে!

সমুদ্র জীবিত আছে, মৌনের উপরে আছে মেঘ,
মেঘের মতন এলোমেলো ঢেউ আছড়ে পড়ে তীরে,
আবার গুটিয়ে যায়, কেন্নোর মতন, ছোঁয়া লেগে।
ফুঁসে ফিরে আসে ফের, ঘা-খাওয়া জন্তুর মতো, তীরে।

এইভাবে কিছুদিন সমুদ্রের পাশে থেকে উঠে—
জঙ্গলের দিকে সরে যেতে পরিণত লোভ হলো।
সেখানে, শালের বনে, ক্ষেপে ওঠে হাওয়ার সংশ্রব,
শান্ত হাওয়া দোল খায় শালের শিখর ধরে একা—
আকাশ তাকিয়ে থাকে, বালাকাল, বাতাসের দিকে

নিচে থেকে আমি ঐ রূপবান আন্দোলন দেখি॥

তুমি একা থেকো

দেবদারু বীথি শুধু তোমাকেই টানে
গভীর শিকড়ে তার, তুমি স্তন্যপায়ী!
ওখানে দুধের রং, রসবর্ণ পছন্দ তোমার
একথা পোস্টারে লিখে এঁটে দিয়ে গেছো—
কোনোদিন, মধ্যরাতে, জ্যোৎস্নার ভিতরে?
সত্যি কথা বলো, আমি চেষ্টা করে দেখি।

কোলের কাঙাল আমি, পিপাসার্ত আমি,
কেবলি চন্দন-চিতা আমন্ত্রণ করে:
চলে এসো, অন্যথা করো না।
বাসা খালি আছে, বালি সরানো হয়েছে
চলে এসো, অন্যথা করো না।

এভাবে যাবার আগে, দেবদারু, শিকড়ে মুখ রাখি
অন্তত একবার, যাই, তারপর যথা ইচ্ছা যাই—
তুমি একা থেকো॥

শুধু বাঁচতে চাই

পাড় খসে পড়ছে নদীর, নদী
চওড়া হচ্ছে, দুদিকেই তার বাড়বাড়ন্ত
ফুলে-ফেঁপে জল কামড়ে ধরছে মানুষের
ঘরবাড়ি, গেরস্থালি তছনছ
জল যাচ্ছে গড়িয়ে—তেড়ে, বাঁধা ভেঙে
মাঠ গুঁড়িয়ে, কাৎ হয়ে পড়ছে গাছপালা
ডাঙা থেকে তালকানা পাখি মারছে
আকাশের দিকে লাফ, পরিত্রাণ
চাই, বাঁচতে চাই, বেঁচে থাকতে চাই
শুধু বাঁচা, অহরহ মৃত্যুর ওলোটপালোটের
মধ্যে বেঁচে থাকতে চাই, শুধু বাঁচতে চাই॥

শেষদিনে

হৃদয়ের মধ্যে ক্ষুধা, এতোদিন পর—
এতোদিন বাসযোগ্য ছিলো না কি ঘর?
হৃদয়ের মধ্যে ক্ষুধা, এতোদিন পর!

দিনের দ্যোতনা শুরু, সংক্রান্তির শেষ—
ভিতরে-বাহিরে ছিলে তুমি অনিমেষ।
দিনের দ্যোতনা শুরু, সংক্রান্তির শেষ!

শেষের দিনেও ওড়ে প্রীতিপ্রদ ছাই—
হারিয়ে-ছড়িয়ে তাকে কেন কাছে পাই?
শেষের দিনেও ওড়ে প্রীতিপ্রদ ছাই!

বলো, ভালোবাসো

এই হাসপাতালে এসে দেখি শুধু আমার অসুখ।
আর সবাই সুস্থ, প্রাণবন্ত, শুধু করিডোরে হাঁটে—
এদিক-ওদিক যায়, জানলায় দাঁড়ায়, পাখি দ্যাখে,
পাখিদের সঙ্গে কিছু কথা বলে, খবরকাগজ
এখানে আসে না।
কে আর তোয়াক্কা করে খবরের, তেলের দরের?
এখানে সোনার চেয়ে দামি কিছু নীরোগ মানুষ!
আমার অসুখ, একা আমিই অসুখী, তাই আছি
বিছানায় শুয়ে আছি, বসে আছি, দাঁড়িয়ে রয়েছি
আয়নার সম্মুখে, তুমি আমার ভিতরে কথা বলো
ভূতপ্রেত যাই হও আমার ভিতরে কথা বলো
ভালোবাসা কথা বলো, হোক না সে ছুঁচের মতন
নিষ্ঠুর, ন্যাঞর্থ কথা, কথা বলো আমার ভিতরে
বৃষ্টির মতন কথা, বিদ্যুতের, শিকড়ের কথা—
বলো, ভালো আছো আর তোমার অসুখ সেরে গেছে
বলো, ভালোবাসো তাই তোমার অসুখ সেরে গেছে॥

গাছের শিকড়গুলি দাঁড়িয়ে আছে

গাছের শিকড়গুলি মাটি ধরে কী তীব্র ক্ষুধায়
প্রতিষ্ঠিত হবে বলে দাঁড়িয়ে রয়েছে দীর্ঘদিন
মানুষের মতো তার প্রতিষ্ঠাও চাই, মনে ক'রে—
দাঁড়িয়ে রয়েছে একা-একা, ঐ জঙ্গলের মাঝে।
জঙ্গল মিলিত-বৃক্ষে, পাতায় সংবদ্ধ হয়ে আছে,
ভিড়ের মতন আছে, হয়ে নেই গাছের মতন
একক, নিঃসঙ্গ হয়ে, আছে ভিড়ে সমুদ্রের মতো
নীলকণ্ঠ ঢেউ, জল, বালি আছে, জলের নিকটে।
গাছের শিকড়গুলি মাটি ধরে কী তীব্র ক্ষুধায়
প্রতিষ্ঠিত হবে বলে দাঁড়িয়ে রয়েছে দীর্ঘদিন॥

পুরনো নতুন দুঃখ

যে-দুঃখ পুরনো, তাকে কাছে এসে বসতে বলি আজ
আমি বসে আছি, আছে ছায়া, তার পাশে যদি দুঃখ এসে বসে
বেশ লাগে, মনে হয়, নতুন দুঃখকে বলি, যাও
কিছুদিন ঘুরে এসো অন্য কোনো সুখের বাগানে
নষ্ট করো কিছু ফুল, জ্বালাও সবুজ পাতা, তছনছ করো
কিছুদিন ঘুরে দুঃখ ক্লান্ত হও, এসো তারপর
পাশে বসো।
এখন পুরনো এই দুঃখকে বসার জায়গা দাও
অনেক বাগান ঘুরে, মানুষের বাড়ি ঘুরে, উড়িয়ে-পুড়িয়ে
এ আমার কাছে এসে বসতে চায়। কিছুদিন থাক।
শান্তি পাক, সঙ্গ পাক। এসো তারপর।

ও নতুন দুঃখ তুমি এসো তারপর॥

ফিরে আসে

কুলিক নদীর জল বাঁধা পড়ে আলস্যে মাটির

গাছের ছায়াটি গাছে ডুবে আছে দুপুর রোদ্দুরে
বৃষ্টি নেই, পাতাগুলি পুড়ে গিয়ে হয়েছে পাথর
গুলমোহর ফুল আর শুকনো পাতা লুটোচ্ছে গাছের
গোড়ায়,
শিকড় জুড়ে আনন্দ-র পাতা করতল
পূর্ণ করে জল চায়, জল দাও, ক্লান্ত, চণ্ডালিকা

জল দাও শিকড়ে আমার
জল দাও হৃদয় ভাসায়ে
শ্রাবণের বৃষ্টিতে ভাসাও
আমার শিকড় দেহখানি

কুলিক নদীর জলে বৃষ্টির পাখিরা ফিরে আসে
ফিরে আসে সবুজে আমার
ফিরে আসে জলের কিনারে
ফিরে আসে ঘাসে ও পাতায়—

কুলিক নদীর জলে বৃষ্টির পাখিরা ফিরে আসে॥

মন্দিরের থেকে বহু শতাব্দীর অন্ধকার

মন্দিরের থেকে বহু শতাব্দীর অন্ধকার আজ
বেরিয়ে পড়েছে পথে. এক অংশ ঢুকেছে জঙ্গলে
বাদুড়ের মতো ঝুলে রয়েছে গাছের ডালে ডালে
কিছুটা আঁধার গেছে মিশে ঐ সবুজ পাতায়।
পাতাকুড়ানিরা কিছু অন্ধকার ঝুড়িতে রেখেছে
শুকনো পাতার সঙ্গে. কুচো কাঠ তাদের সঙ্গেও
মিলেমিশে আছে. ভুল আগুনে পুড়বে বলে আছে
ভিক্ষে-করা ভাত হবে বলে ওরা মিলেমিশে আছে।
মানুষের মধ্যে নেই মিলেমিশে থাকার সভ্যতা
জন্তুদের মধ্যে আছে মিলেমিশে থাকার সভ্যতা
মন্দিরের থেকে বহু শতাব্দীর অন্ধকার আজ
বেরিয়ে পড়েছে পথে. ইঁদুর ছুঁচোর মতো পথে॥

দু'জনের জন্যে

দু'জনের জন্যে এই স্বেচ্ছানির্বাসিত বনবাস

গরুমারা বাংলোখানি জঙ্গলের গভীর টিলার
উপরে, ঘোমটা পরে বসে আছে—মুখ দেখবো বলে
সমতল থেকে আমরা উঠে এসে দুয়ারে দাঁড়াই।

পাটাতন তুলে নাও, পরিখা সজাগ করে দাও
যাতে হাতি প্রভৃতি জন্তুরা
বাংলোর উঠোনে চলে সরাসরি না ভাসাতে পারে
হিংস্র ও নিষ্ঠুর লোভ স্বর্গত বাতাসে।

জঙ্গলে বাতাস ভারি, সামান্য ঝিঁঝিঁর শব্দে, মনে হয়, পৃথিবীর ক্ষতি
দারুণ গভীর হয়ে কানে বাজে মানুষের একা
গাছ সবই দ্যাখে আর অধিকন্তু, তারই বেশি দেখা
মানুষের চেয়ে, তার পাতার সহস্রতম চোখ।

দুজনের জন্যে এই স্বেচ্ছানির্বাসিত বনবাস...

উত্তরবঙ্গের রঙ্গভূমে

বাংলোর দোতলা জুড়ে জাল পাতা, ভিতরে দর্শক
কে যে কাকে দ্যাখে? দূর অরণ্যের সমূহ চকের
সম্মুখে মানুষ এসে বসে আছে বারান্দার কোণে—
কিছু দেখবে ব'লে, কোন স্বাধীন জন্তুর চলাফেরা
দেখবে ব'লে, ব'সে আছে, মাথার উপরে আছে চাঁদ
মূর্তির চরের পাশে প'ড়ে আছে লবনের ফাঁদ
যদি কোন জন্তু আসে, খেয়ে যায় মানুষের নুন
মানুষের ছোলা, গুড়, বুট ডাল খেতে যদি আসে
দর্শক সাগ্রহে দেখবে, কিন্তু কেউ আসে না এখানে
আসে কিছু পাখি, করে ডাকাডাকি, রাতে চলে যায়
রাতভর প'ড়ে থাকে কুয়াশার চাদর জড়ানো
বনভূমি, কিছু নেই, শুধু আছে রাতজাগা চাঁদ
গরুমারা ডাকবাংলো ধ'রে এক গার্হস্থ্যের ফাঁদ
মানুষ যেখানে বন্দী, মানুষ সেখানে এসে পড়ে
গভীর অরণ্য থেকে তাকে দ্যাখে শ্বাপদের চোখ
বিপরীত খেলা হয় উত্তরবঙ্গের রঙ্গভূমে!

এখন আমার কোনো অভিমান নেই

ভিতরে তো কতো জল, তবু অভিমান!

মাটির কলস কেন অভিমান করে?
গা-ভরা জলের ফোঁটা নামে এঁকেবেঁকে—
নিচে যেন নদী পাবে, প্রিয়মুখ পাবে,
বুকের দীঘিটি নোনা জলেই ভাসাবে
আজ। কেন? সুযোগ মিলেছে?

সব নয়, কিছু গাছ বড়ো অভিমানী।
চুম্বনে ওঠাও ছাল, রক্ত ঝরে যাবে,
রক্ত মানে আঠা, রস, তীব্র অভিমান।
কুঠারের হিংস্র হতে হবে না তোমাকে
আনমনা ছোঁয়া পেলে লজ্জাবতী লতা!

বৃষ্টির ভিতরে কিছু অভিমান আছে।
জলে প'ড়ে ঠোঁট ফোলায়, করে লুকোচুরি,
ক্ষেতে ও খামারে প'ড়ে সোঁদা গন্ধ তোলে।
কেন তার অভিমান? পতনে-পীড়নে?

এখন আমার কোনো অভিমান নেই।
অভিমান আগে ছিলো, অতল জলের
অভিমান আগে ছিলো, আজ জলও নেই।

ডোঙ্গরপুরের বাংলোয় সন্ধ্যা

এ-অঞ্চলে কখনো আসিনি।

শীতের সকাল ফুঁড়ে, কাঁটা বাবলা বন জুড়ে
কালো পথ এখানে এনেছে।
দুদিকেই ধুলোমাখা জমি
দূরে, বহুদূরে খোড়ো গ্রাম,
মানুষেরা দীর্ঘ, পেশীময়,
পাতালে ডাঙশ মেরে জল টেনে আনে—
পরিশ্রম করে দুটি হাত ভরে ভুট্টার দানায়,
বাঁচা কষ্টকর,
তবু বাঁচে।

পাহাড় পেঁচিয়ে পথ ওঠে,
পথ নামে নাভির গুহায়,
সেখানে সানুর শান্তি মেখে উট চরে।
রঙের ছটায় জ্বলে রাজপুতানীর গূঢ় চোখ,
আলস্যের ছায়া নেই আরাবল্লী পাহাড়শ্রেণীতে।

ডোঙ্গরপুরের বাংলো থেকে দেখা যায় রাজবাড়ি
ভাঙা দুর্গ, অসীম সৌষ্ঠব
হ্রদের, সেখানে আধো-উড়ে পাখি পড়ে
হাজার হাজার হাঁস,

আমরাও উড়েই এসেছি—
অজানা অচেনা এই সীমান্ত-শহরে
ডোঙ্গরপুরের এই হিম-বাংলোঘরে আমরা একরাত কাটাবো।
তারপর উড়ে যাবো,
হাঁসের মতন নয়, জীবনে কখনো, জানি, এখানে আসবো না।
একদা ভীলের এই রাজধানী একবার গ্রহণ

করেছে আমাকে, তাই, মনে থেকে যাবে—
রাজপুতানীর আলগা দূরস্থিত হাসির মতন,
সরল সুন্দর ভীল-ডোঙ্গরপুর, কোলে রেখেছিলে—
একদিন, একরাত বাংলোঘরে, শীতের সন্ধ্যায়॥

কিছুতে মেলেনি

এরকম হয়েছে দু-দিনই।

মধ্যরাত, জ্যোৎস্না উঠেছিল,
কানাগলি জুড়ে বান ডেকেছিল তা থৈ তা থৈ,
বাতাস মরমী ছিল,
সড়কের বাতি ছিল কিছু মনমরা,
ঔদাসীন্য-মাখা ছিল প্রাসাদ-দরজা।

কিন্তু, বহু ভাবে চেনা নিজের বাড়িটি—
খুঁজে-খুঁজে খুঁজে-খুঁজে কিছুতে মেলেনি
একদিন পরেও একদা!

কিছু আছে

দুঃখের সমস্ত কিছু আছে, শুধু অলংকার নেই
অলংকার এঁটে আছে রমণীর আলুথালে গায়ে
এবং যা আছে তাকে অনাবশ্যকতা নিয়ে গেছে
শালবন গভীর, তাতে মায়া আছে, মাৎসর্য রয়েছে
দুঃখের সমস্ত কিছু আছে, শুধু অলংকার নেই
অলংকার বসে আছে কবিদের—মাছির মতন
শব্দের মতন তীর সাঁওতালের মাটির কুটিরে
কবির সমস্ত কিছু আছে, শুধু একাগ্রতা নেই।

ধ্বংস করো

বৃষ্টিতে কেমন লাগবে, একদিন পুলকে পালক
ভিজিয়ে দেখেছি, ভালো তেমন লাগে না।
বরং বারান্দা থেকে যদি দেখি তুমি ভিজে কাক,
কেমন রোমাঞ্চ লাগে, প্রখর কনট্যুরে
ভাসে বয়া, সুঁড়িপথ. ধারালো কাতান.
অহরহ মেঘ করে সজল আকাশে,
কখনো চিক্কুর দেয়. শিরায় দোপাটি
ফেটে সর্বনাশ করে রক্তের ভিতরে...

ধ্বংস ধ্বংস করো দেহ মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়ে।

শুধু দুদিনের জন্যে

শুধু দুদিনের জন্যে ঘর ছেড়ে বাহিরে বেরুনো
দুদিনের জন্যে শুধু ঘর ছেড়ে পথের উপরে—
বনের ভিতরে বাংলো, বাংলো থেকে দেখা যায় নিচে
কাকচক্ষু জলস্রোত ভেসে আছে নদীর পিরিচে
দুধার উধাও ঐ জঙ্গলের পাহাড়ের দিকে
দুধার নেমেছে নিচে রমণীর উরুর মতন
সানুদেশে, উপত্যকা জুড়ে এক দৃশ্যের সুষমা
দুদিনের জন্যে টানে, চিরদিন নয়!

চিরদিন ঘরে থাকা, পরে থাকা অন্তরে, গভীরে...

কী যেন কী হবে

হয়েছিলো নিষ্ক্রান্ত হাওয়ায়, শরণার্থী গন্ধের মতন
জঙ্গলের সুঁড়িপথ ধরে
ওরাওঁ যুবার কাঁধে টাঙি।
গভীর সে-রাতে পেঁচা ডাকে,
আর সবই শুন্‌শান্‌ নিশুতি,
ট্যারা হয়ে আছে একা চাঁদ,
তারাগুলি বাতাসের মতো
জলে ভেজা, ভাঙাচোরা, গুঁড়ো—
জঙ্গলও কিছুটা উড়ো পুড়ো
কী যেন কী হবে মনে হয়,
কী যেন কী হবে মনে হয়!

একা কেন চলে ও-যুবক, ওকি প্রকৃতই বন্ধুহীন,
ওকি প্রকৃতই কোনও কাজ করতে যাচ্ছে এ রাতে?
এ-সময় ছিলো না মধুর, দুটি বাধ্য বাহুর সংশ্রবে
থাকা ও স্বপ্নের মধ্যে কথা বলাবলি,
ছিলো না কি ভালো,
কালো যুবাটির দুটি চোখ তবে অমন ঘোরালো,
কেন হনু দুটিতে নিষ্ঠুর পাথরের টুকরো গেঁথে আছে?

পথ চলে পিছনে তাকায়,
কীসের ঘেন্নায় থুতু ফেলে—
'দিক্‌' নয়, জানে হিংস্র পশু
এ জঙ্গলে অবাধ-অগাধ॥

সুদর্শন পোকা!

ধুলোতে ওই ঘূর্ণী, ঘোরো সুদর্শন পোকা
দূরের চিঠি কাছে আনাও সুদর্শন পোকা
শুভ খবর কাছে আনাও, দাবার চালে দোলা বানাও
হা পিত্যেশ নোলা বানাও সুদর্শন পোকা!
আঙুল চেলে গণ্ডি করি সুদর্শন পোকা
নিখাকি হাতে গড় করেছি সুদর্শন পোকা
ধুলোর ঘর ভাঙো তুখোড় সুদর্শন পোকা
বেরিয়ে এসো, মন্দ বেশে—সুদর্শন পোকা!

তামাভরণ যেটুকু ছিলো স্যাকরাবাড়ি গ্যালো
চার খেজুরগাছের রস মোল্লাবাড়ি পেলো
পরার কানি হাতের পাণি, মড়ার কাঠ কই?
ছেলেপুলের বুক না তো ও, ডোঙার ওপর-ছুই!
লোকটা আছে, না ফুঁকে গ্যাছে—দিও না মোকে ধোঁকা
আজ না দিলি, কাল ক'রো না সুদর্শন পোকা॥

জানলা থেকে মুখ বাড়ালে

জানলা থেকে মুখ বাড়ালে নদী আমার ছোট্ট নদী
গঙ্গা থেকে ছুটে আসছো বাড়ির পাশে থাকবে বলে
আকাশ ভেঙে পড়লো হঠাৎ শহরে ময়দানের ঘাসে
জানলা থেকে মুখ বাড়ালে নদী আমার ছোট্ট নদী

হারিয়ে গেছে গলির শহর, বাস ডুবেছে, ডুবেছে ট্রাম
কলকাতা শহরটি দেখায় বানের জলে ভাসন্ত গ্রাম
চেনা যায় না, চেনা যায় না—গলির নদীর নৌকো বুকে
চলছে ছুটে এদিক-ওদিক, ঘাটগুলি ঐ সিঁড়ির প্রান্ত।

মেঘের বিমান যাচ্ছে উড়ে; আমরা গভীর শব্দ শুনি
শব্দ খুবই রহস্যময়—বরিশালের গাঙের পানি
যেমন ভাবে শব্দ করে, কামান দাগে জলের নিচে
তেমন মেঘে কাটছে আগুন, জল পড়ে এই মৃৎ পিরিচে।

দুঃখকে তোমার

দুঃখকে তোমার কোন ভয় নেই, সে-ও ভালোবাসে
ভালোবাসা থেকে তুমি ভয় পাও? সুখ থেকে পাও?
উল্লেখযোগ্যতা যদি নিয়ে যায় সমুদ্রের তীরে—
সেখানে তোমার ভয় আছে নাকি? আনন্দও আছে?
তীরে সারবন্দী গাছ, সেখানে ভূমিষ্ঠ ছায়াতলে
যদি তুমি একবার গিয়ে বসো পাথরের মতো
তবেও তোমার ভয়? ভয় সবখানে!
তোমার অবোধ ভয় থেকে আমি পাই অন্য মানে।

আগুন লেগেছে

কম্বলের একপ্রান্তে আগুন লেগেছে।
একপ্রান্ত পুড়ছে, হাওয়া উড়ছে ধুলো পাতা নিয়ে দূরে
এদিকের চেনা গলি, কাছে আসবে বুকে হেঁটে, ঘুরে—
পোড়াবে, ওড়াবে সব কম্বলের ছাই।
দেখা পাই
ভিতরে-বাইরে
কম্বলের মতো পুড়ে গেছে দুটি মুখ
সাগর এবং নদী এবং যে-ভূমিতলে মেশে...
পোড়া রূপ লাগে ভালো
লেগেছে অসহ্য টান বুকে ও পাথরে।
পুড়েছে কম্বল, যার প্রান্ত নেই, শুধু ওড়ে ছাই...

ভালোবাসার শিকড়

ঘরেতে তার একটি দুয়ার, অনেকগুলি জানলা
ঘরের মধ্যে আলমারি খাট পোষাক-বোঝাই আলনা
সে যে মানুষ, শুধুই মানুষ, তাই এ হেন সজ্জা
মনের ভিতর জানলাবিহীন অনেকগুলো দরজা
কপাট খোলা সপাট তাদের মধ্যে দিয়ে আসছে
আকাশ বাতাস নদীর পানি, আমায় ভালোবাসছে
ভালোবাসছে আমায় একা, একলা ভালোবাসছে
কাছে আসছে, দূরে যাচ্ছে, কেবল ভালোবাসছে
ভালোবাসার শিকড় আমায় জড়িয়ে করে গাছটি
মাটির উপর দাঁড় করিয়ে, ছায়ায় কাছে আসছে
গভীর ভালোবাসছে আমায়, দারুণ ভালোবাসছে ॥

কেন আছে

মুখ থুবড়ে পড়ে আছে বটের ছায়ায়।
শান্ত কাঠামোয় আছে বাইশটি মৃত্যুর দাগ, জলের ভিতরে
চলে গেছে যন্ত্রপাতি, খোয়া গেছে আনমনা রং
আজ একা নদীতীরে শুয়ে আছে বাতিল তরণী—
প্রকৃত তরণী নয়, ঐ লনচ এখন ভাসে না
জলের ভিতরে ডুবে কোন্ স্বার্থ খুঁজতে গিয়েছিলো?
বাইশটি জীবন নিয়ে তার খেলা খুবই মারাত্মক
আজ একা নদীতীরে শুয়ে আছে বটের ছায়ায়
বিবেচনা-হারা হয়ে পড়ে আছে ঘাসের উপরে
শান্ত কাঠামোয় আছে বাইশটি মৃত্যুর দাগ সর্বাঙ্গে জড়িয়ে
কেন আছে, নিজেও জানে না।

আগুনের ফলা টেনে

ডুরেকাটা সিলকপাতা মনস্বী পড়ুয়া দেবদারু
পিছনে তামাম মাঠ বড়োসড়ো সবুজ পাপোষ এই প্রতিষ্ঠানে
সিং-দরজা, মধুবনী গোঁফ, বাঁধানো চাতাল জুড়ে
দেশলাই-বাক্সর মধ্যে দিয়ে চোখ চলে যায় শূন্য করিডোর,
আলো, ভাঙা বরফের রাঙা চাই—বিষম ত্রিভুজে, পড়ে আছে
মাড়াবার কেউ নেই, ঠেলে ফেলে দেবে ছাঁচে তেমন লোকের
প্রকৃত অভাব, এই পড়ন্ত বিকেলে, সন্ধ্যার চৌকাঠে ঠেকে
জনশূন্য করিডোর, উত্থানপতনময় সিঁড়ির মারবেল, পড়ে আছে
দরোয়ান-টুঙি থেকে ধোঁয়া ওঠে কুণ্ডলী পাকিয়ে, ঝরে বটফল...
থোন, সকালে সেখানে ব'সে ঘন্টা শোনে ধীমান-ধীমতি
ক্লাসরুম ভরে যায় মৌমাছিতন্ত্রের মন্ত্রপাঠে
মণিপদ্মে হুং ওঁ মণিপদমে...

ঢাকাবারান্দার খোলে চাকা কাদামাটি নিয়ে আসে
বুড়োসুড়ো কাঁচাঘাস ফেলে যায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে
মনান্তরের মতো দাগ, গাড়ি ঝেড়ে দেয় উৎক্ষিপ্ত পেটরোল
স্বাভাবিকতার মাত্রা ঠিক রাখতে প্রাণপণ করে
নিজের সন্ততি এনে সেই পুরাতন ঘরে, বেনচে বসতে
সাধ হয়। যেন বসে, যেন কাটে পেনসিলকাটার
ছুরিতে নিজের নাম হাইবেনচ, দেয়ালে, পাথরে।

সাধ হয়, দেবদারু-ছায়ার ভিতরে, থোনে, বসে কয় বরষাপীড়িত
সেদিন মনের কথা
মেঘের চাঁদোয়া ফুটো, বৃষ্টি পড়ে সবুজ ছাতায়
পিছনে দেবদারু ফল রাঙা মরামের কোণে উজ্জ্বল বীজের
আগুনের কলা টেনে বের করে গাছ হবে ব'লে।
গাছ হয়!

প্রেমের মতন কাছে এসেছিলো

সোনা রুপো তামা থেকে ভয় পাই, ধুলোতে পাই না
প্রাসাদ পরিখা দেখে ভয় পাই, নিকটে যাই না
শুধু পথে পথে ঘুরি, সে কারো নিজস্ব নয় ব'লে
সে তোমার সে আমার, ভিখারির ঝুলিতে কম্বলে
মুখ ঢেকে শুধু থাকে, পড়ে থাকে, উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন।
রাত্রি তো সর্বদা সংগী, তাই, মাঝে মাঝে আসে দিন—
কৃপা করে কাছে আসে বাল্যকাল স্মৃতির মতন
আমলকিতলা নিয়ে কাছে আসে স্মৃতির মতন
আলতামাখা পদচ্ছাপ নিয়ে আসে দূরস্থিত শোকে

প্রেমের মতন কাছে এসেছিলো—বলেছে কুলোকে!

আমি দেখি

গাছগুলো তুলে আনো, বাগানে বসাও
আমার দরকার শুধু গাছ দেখা
গাছ দেখে যাওয়া
গাছের সবুজটুকু শরীরে দরকার
আরোগ্যের জন্যে ঐ সবুজের ভীষণ দরকার

বহুদিন জঙ্গলে কাটেনি
দিন
বহুদিন জঙ্গলে যাইনি
বহুদিন শহরেই আছি
শহরের অসুখ হাঁ করে কেবল সবুজ খায়
সবুজের অনটন ঘটে...

তাই বলি, গাছ তুলে আনো
বাগানে বসাও,
আমি দেখি
চোখ তো সবুজ চায়!
দেহ চায় সবুজ বাগান
গাছ আনো,
বাগানে বসাও।

আমি দেখি॥

মানুষ কেন?

এলুটে পর্যন্ত পরনের তেনি তোলা
কাদায় মাখামাখি কালো-কোলো ছেলের পাল
ফুর্তির মাছ মারতে লেগেছে. ডোবায়
ডোবার মাঝামাঝি গোড়ালি উঁচু আল।
ওপার সাবাড়
কুচো কাচা জিয়ল মাছে কোঁচড় ভর্তি
কারো বা কঞ্চির খালই
ভরভরন্ত
এপারের পানি ওপারে ছেঁচে
চালান করে
মাছ মুঠ্ করবে।
বর্ষার আগভাগ
ছিষ্টি পুড়ে খাক
ছেলেগুলোর পিঠ পুড়ে আগুন
তুষের ধোঁয়ায় তিজেল যেন
সেই আগুন নেবাতে তাল তাল পাঁক তুলে
ঘুঁটে দিচ্ছে দেয়ালে
যতটা হাঁসফাঁস কমে
চেষ্টা এই
পরে তো আছেই
মাখন-পাঁকে গড়াগড়ি
ঘুনি-আটল পাতার দিন নয় এখন
এখন সুন্দু ছেঁচে তোলা
ছেঁচে তেল বিনে খলসে ঝলশে খাওয়া
আর যদি হয় শোল
পুড়িয়ে জুড়িয়ে মুখে তোল
পান্তার পাশে নুন জুটলেই তোফা
প্রথম বৃষ্টিতেই কান বেয়ে কই
উঠবে।
বাদার জল পুকুরে নামার ঝোরায়
তক্কেতক্কে দাঁড়ানো

উলসে উঠবেই কই
তখন কাপ্‌টে ধরা
কাঁটা?
আছে।
কায়দাও আছে
তা নইলে চলে না
পৃথিবীর সর্বত্রই তাই
ঠিকঠাক মতো ধরা চাইই
না হলে ফসকালে
তোমার তেমন ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই
এতে?
না থাক
পেছনের লোকটির চোখে
একটা-আধটা উদাহরণ পাততেই হবে
সাফল্যের, সংঘর্ষের, জয়ের
নাহলে তুমি আর মানুষ কেন?
লজ্জাবতী লতা হলেও পারতে!

আবার সেই

আবার সেই
গলা তাক্ করে আশিবর্ণটি এগিয়ে আসছে
যুদ্ধ একটা বাধবেই

তবে একতরফা।
এভাবে কেন? এমনভাবে কেন?

কেন এলোমেলো
অপমানের কাদা মেখে, কেন
কবিতাপাঠ?
গলায় মালা, হাতে গোলাপকুঁড়ির আলোয়
ডুবতে-ডুবতে
বেঁচে থাকা?

গুরুদেবের কথা ভাবো
তাঁর
না ছিলো কাবুলের ধার
না ছিলো হাজতের নরক

তাহলে?

তাহলে আর কী!

ফাঁকি ফাঁকি সবটাই ফাঁকি
সবাই কী আর একভাবে হাঁটে

কথা বলে?

সংসারে সন্ন্যাসী লোকটা

যুদ্ধে যেতে হয়নি, তবু গায়ের ক্ষতচিহ্নে
লোকটা মধ্যযুগের যোদ্ধা—সঠিক মনে হবে
তরবারির খর আঘাত কোন্‌খানে পড়েনি?
একটি চোখ রক্ত-ঢেঁড়শ, চলচ্ছক্তিহীনও

লোকটা যদি পাগল হতো, বাতিল করা যেতো
পাগলও নয়, ছাগলও নয়, অভিসন্ধিমূলক
সে দোষে দোষী নয়, বরং পরের উপকারী
স্বেচ্ছাচারী স্বাধীনচেতা, মদ্যপায়ী, ভেতো!

অসুখ এক উদাসীনতা, অথচ সামাজিক
লোকটা কিছু রহস্যময়, লোকটা কিছু কালো
নিজের ভালো করেনি, তাই, অন্যে ক'রে ভালো
সংসারে সন্ন্যাসী লোকটা কিছুটা নির্ভীকই।

শাক্য

তন্ময়তার মধ্যে একটি গোলা-পায়রার ছানা
মুখ থুবড়ে পড়লো কোলের উপর
ধরবো বলে দুহাত এবং চারহাত বাড়িয়ে দিলাম
বাতাস হাতড়ে ফিরলো দুহাত শূন্য কোলের উপর
বাঁচাতে পারলো না, শাক্য, গোলা-পায়রার ছানা
কপিলবাস্তু ছাড়লো না এই নতুন রাজার ছেলে
শাক্য হয়েই রইলো এবং গোলা-পায়রার ছানা
বেড়াল মুখে কামড়ে নিয়ে চললো অন্ধকারে...

যদি নেয়

সময় সংক্ষিপ্ত করে নিয়েছি যৌবনে
এখন সায়াহ্ন, সন্ধ্যা, রাত ঠিক নয়।
কিন্তু, খুব যে বাকি আছে এমনও নিশ্চয়
নেই, তাই, যেতে হলে যাবো
দ্বিরুক্তি করবো না কিছু, যেতে হলে যাবো।
কবিসভাটিতে যারা নেবে বলে আসে
না নিয়ে কখনো যায়, এতোই সহজ!
নিলে, যাবো
দ্বিরুক্তি করবো না
যদি নেয়!

দেখে আসি

গোয়ালপাড়ার দিক থেকে আসছি ফিরে
একা একা
সন্ধ্যা হয়ে গেছে
বৃষ্টিতে আমিষ গন্ধ ছড়ায় খোয়াই
কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি
তীব্র হয়ে গেছে
জানি না সাপের মুখ ছিঁড়ে গেছে কিনা
বিষ খসে গেছে কিনা কুশ-কাশবনে
সোনাঝুরি ফুলহীন সোনাঝুরি বন
কানাল গর্জন করে উত্তরবাহিনী
ওদিকেই দামোদর

ঠিক কানালের ধারে শব্দের ভিতরে
কার কথা: ফিরে যাও কেন?
তবে?
গিয়ে লাভ হবে?
সঙ্গে এসো। সুষমা দেখাবো।
দেখে আসি
চলো দেখে আসি॥

কবি ও দেবতা-পীর

মন্দির দরগার মতো দুহাতে, দেহের অংশে বাঁধা
কুটোর ডগায় কতো টুকরো ইট, পাথরের ডুমো,
কে কী যে মানৎ করে, কে যেন মানৎ করে আছে!
চেয়ে গেছে মনে মনে, উচ্চারণে নয়।

সোচ্চার প্রার্থনা ভুল ভণ্ডুল হবার জন্যে করে,
মানুষ ঠেকেও শেখে না, তাই বোকার কষ্ট পায়!
দুহাত ভরাতে গিয়ে বারবার ফাঁকা করে আসে—
না, ফেলে-ছড়িয়ে নয়। চেয়ে-চিন্তে, কিছুই না পেয়ে!

ওলাবিবি থানে দ্যাখো বটঝুরি ভরে ঝুলে আছে—
কুটোর ডগায় ইট, কতোশতো, হাজারে হাজারে।
ঝড়ে ও বাতাসে ছিঁড়ে, অনগ্রহণে পড়ে আছে—
দেবতা নিল না ব'লে কটু ও কাটবা কিছু নেই।

অনুযোগ অভিযোগ মানুষ মানুষে শুধু করে।
দেবতা পাথর, জন্মউদাসীন, নির্বাচনপ্রিয়—
সকলের সব কথা শুনতে গেলে মর্যাদা থাকে না।
যেমন, কবিকে, মাঝেমধ্যে বড় নিষ্ঠুরতা টানে?

ভালো থেকো

বহুযুগ বাদে এই বৃষ্টি ও মেঘের দিনে শান্তিনিকেতনে
আসা, ভালোবাসা দিয়ে পরিপূর্ণ উধাও খোয়াই
এখনো বুকের কোনো গভীর প্রত্যন্তে দেয় টান
রক্তপাত হওয়া ছিল অনেক সহজ।
তার বদলে
যন্ত্রণাকাতর হয় চক্ষুদুটি, মাকড়শার জাল
পাতায় পাতায় বাঁধে, দমকা বাতাসে ছিঁড়ে যেতে।
অভ্যাস এমনই, ভেবে কষ্ট পাওয়া, স্বচ্ছ সুখ নয়...
নিশ্চিত নিভৃত দুঃখে ভেসে যাওয়া, নিরুদ্দেশ ভাসা
গোয়ালপাড়ার দিকে...
মনে পড়ে এখনো ঊর্মিলা?

মন কি এখনো আছে ছাই-মাজা বাসনের মতো গভীর উজ্জ্বল?
পিতল-বাসনে, জানো, কলঙ্কের নীল
তেঁতুলের ছোঁয়া ছাড়া নিষ্ক্রান্ত হবে না।
সমস্ত পুরনো কথা, জানা কথা—পুনরুক্তি তবু,
মাঝেমাঝে করে ফেলি—যদি ভুলে যাও!
মনীষাও ভুল করে, আমরা দুষি একাকী নির্বোধে!

থাক কূটকচাল আর মনে-পড়াপড়ি!
পশ্চাদ্‌ভ্রমণে থাকে ঝুল-মাখা ঘরের বিলাস
এবারের এলোমেলো থেকে ভাবছি দেব উপহার
কিছু কথা, অভিজ্ঞতা, ভালোলাগা কানালের জল
ভালো হবে?

কিছুদিন ধরে এই রাঢ়মাটি আমাকে ছাড়ছে না
বিকেলে গা ধুয়ে এসে তুলে দেয় স্পষ্ট নিমন্ত্রণ
জঙ্গলের নীলাঞ্জনা...
সে যে কি রক্তের যুদ্ধ! তার উপর সূর্যের সিঁদুরে
ধুন্ধুমার কাণ্ড দেখে দম বন্ধ হয়ে যেতে থাকে।
বিশ্বাসের অলিগলি উঠোন আঙিনা

দুহাতে দখল নেয় স্বপ্ন, অবিশ্বাস—
অমোঘ আমিষ গন্ধ ছড়ায় বাতাসে
কষ্ট হয়।
কষ্টের প্রকৃত শিক্ষা এখনো হলো না!
বিনি নিমন্ত্রণে আসে, কালের ইঙ্গিতে চলে যায়।

সে যাহোক, ভালো আছো?
বিবাহের পরে কিছু মুটিয়েছো বরের সংসারে?
বাতাসের হাতে ঝিলে জল-বুলি ছিল এক ঢাল
কোঁকড়া চুল, তাকে রাঙা ক'রে
জঙ্গলমহাল রাঢ় করে তুলেছো কি?
ইচ্ছে হয় দেখে আসি অন্তত একবার, একঝলক।
তারপর মনে হয়, বৃষ্টি হবে, সব ধুয়ে যাবে
সর্বনাশা ছবি ভেঙে উঠে আসবে শান্ত পরিস্থিতি—
সোনার সংসার, সুখ, ঘরবর, সার্কাস, সিনেমা!
কিছুদিন ধরে এই রাঢ়মাটি আমাকে ছাড়ছে না।

উড়িয়ে পাখির মতো টুকরো টুকরো করে হবে বনভোজন।
কোনোদিন মনে হয়।
যা হয় তা হোক
কিন্তু, তুমি ভালো থেকো
তুমি ভালো থেকো॥

ভালোবাসা পিঁড়ি পেতে রেখেছিলো

ভালোবাসা পিঁড়ি পেতে রেখেছিলো উঠানের কোণে।
ছায়া ছিলো, মায়া ছিলো, মুথা ঘাস ছিলো
ছাঁচতলায় আর ছিলো বৃষ্টি-ক্ষতগুলি...
ভালোবাসা পিঁড়ি পেতে রেখেছিলো উঠোনের কোণে
কিন্তু সে পিঁড়িতে এসে এখনো বসেনি
কেউ. ধীর পায়ে এসে, ত্রস্ত, একা একা

কেউ সে পিঁড়িতে এসে এখনো বসেনি
গভীর গভীরতর রাত হয়ে এলো

কেউ সে-পিঁড়িতে এসে এখনো বসেনি

গভীর গভীরতর রাত শেষ হলো

কেউ সে-পিঁড়িতে এসে এখনো বসেনি।

যদি পারো দুঃখ দাও

যদি পারো দুঃখ দাও, আমি দুঃখ পেতে ভালোবাসি
দাও দুঃখ, দুঃখ দাও—আমি দুঃখ পেতে ভালোবাসি।
তুমি সুখ নিয়ে থাকো, সুখে থাকো, দরজা হাট-খোলা।

আকাশের নিচে, ঘরে, শিমুলের সোহাগে স্তম্ভিত
আমি পদপ্রান্ত থেকে সেই স্তম্ভ নিরীক্ষণ করি।
যেভাবে বৃক্ষের নিচে দাঁড়ায় পথিক, সেইভাবে

একা একা দেখি ওই সুন্দরের সংশ্লিষ্ট পতাকা।

ভালো হোক মন্দ হোক যায় মেঘ আকাশে ছড়িয়ে
আমাকে জড়িয়ে ধরে হাওয়া তার বন্ধনে বাহুর।
বুকে রাখে, মুখে রাখে — 'না রাখিও সুখে প্রিয়সখি!

যদি পারো দুঃখ দাও, আমি দুঃখ পেতে ভালোবাসি
দাও দুঃখ, দুঃখ দাও—আমি দুঃখ পেতে ভালোবাসি।
ভালোবাসি ফুলে কাঁটা, ভালোবাসি ভুলে মনস্তাপ—
ভালোবাসি শুধু কূলে বসে থাকা পাথরের মতো
নদীতে অনেক জল, ভালোবাসা, নম্র নীল জল—
ভয় করে॥'

নিশ্চিন্তপুরে সন্ধ্যা

প্রধান সড়ক থেকে বাঁধ পথ নদী অব্দি গেছে—
সোজা, আঁকাবাঁকা নয়, হাট থেকে পথও বেশি নয়,
অন্ধকার, বৃষ্টি নেই, মাখনের মতো কাদামাখা
পথ গেছে নদী অব্দি, নদী গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে।

এভাবেই যেতে হয় ছোট থেকে বড়-র ভিতরে

কলকাতায় সংকোচন উধাও মাঠে ও নদীজলে।
ছোটখাট কুঁড়েঘর মাঠের বিস্তৃত পরিপাশে
ছোট কিন্তু মর্যাদায় দীর্ঘ দীর্ঘতর হয়ে আছে,
তালখেজুরেরা ছায়া মাথা পেতে নিয়ে ভারি খুশি।

হলদি নদীর জলে সারিবদ্ধ মোষ নৌকা-জোড়া
নৌকারই দুপাশে পাশে ভেসে যায় দূরবর্তী চরে
ঘাস খেতে,
মানুষ খায় না ঘাস, মানুষ কী খায়!
নিজেও জানে না, আছে দুটি হাত পেতে:
ভাত দাও।

দশবছর আগে-পরে

দশ বছর আগে দেখা বল্লভপুরের ঘাট স্মৃতিতে জ্বলছিলো।
তাই ধুন্ধুমার বৃষ্টি তুচ্ছ করে, ভিজতে-ভিজতে সেখানে পৌঁছুই:
কানালের বাঁধ ধরে সেখানে পৌঁছুনো কষ্টকর, তাই
পথ ধরে গেছি।

সেবার রোদ্দুর ছিলো। ঠা ঠা রোদ, অসহ্য গরম
কুলকুলানো ঘামে ভিজে, ঐ হাঁড়িরা-মচ্ছবে পৌঁছে গেছি।
চাটায়ে শুকোচ্ছে ভাত, তিজেলে শুয়োর
রামকিংকরের গড়া মূর্তি বসে এখানে-সেখানে,
শিল্পশালা মনে করে গোটা একটি দিন আমরা সেখানে ছিলাম,
সন্ধ্যার মাদল বেজে উঠেছিলো দ্রিমিকি দ্রিমিকি
দুটি থেকে দুশো নৃত্যরত পায়ে এগোনো-পেছোনো...
কী যে ভালো লেগেছিলো বল্লভপুরের সেই অসহ্য গরম, গোটা দিন!

এবার সমস্ত গেছে, বদলে গেছে,
উঠোন উধাও আজ ছোটো
নানান দোকানে ফাঁদ পাতা গেছে, মাদল বাজেনি।
রামকিংকরের মূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত, বস্তুত নকল

মানুষের মুখচোখ মাত্র দশবছরে বদলে গেছে!

সবিশেষ ছাড়

যদি ভেবে থাকো কোনো ছাড় পাবে বিশেষ পুজোতে
তাহলেই ভুল করবে. এ তো নয় তন্তুজ বা খাদি!
এ তো মারাত্মক শব্দ নিয়ে খেলা অক্ষয় অনাদি.
এখানে ছাড়ের কোনো ব্যবস্থা এখনো চালু নয়!

তবে হবে. পরে হবে, সবকিছু যখন ছাড়ের
আওতায় এসেছে, একে সবিশেষ ছাড় দিতে হবে।
অনন্য থাকবে না. শুধু রীতি-নীতি কিছুটা আলাদা
করতে হবে. সে ব্যাপারে প্রকাশক-কবির বৈঠক
কিংবা শীর্ষসম্মেলন. পার্বত্যশহরে ডাকতে হবে!

হবেই. ছাড়ের ফাঁসে অব্যেস হয়েছে।

ভাঙা গড়ার চেয়েও মূল্যবান

কে জানে কেমন করে ছন্দের বারান্দা ভাঙা হবে?
মিস্তিরি মজুত, কাছে শাবল গাঁইতি সবই আছে।
লোকবল আছে, আছে ভাঙনের নিশ্চিত নির্দেশ,
ভাঙার ক্ষমতা আছে, প্রয়োজনও আছে।

বারান্দাও জেনে গেছে : সবাই ভাঙনে নয় দড়!
ভাঙারও নিজস্ব এক ছন্দ আছে, রীতি-প্রথা আছে,
এবড়োখেবড়োভাবে ভাঙলে, ভাঙার বিজ্ঞান থুতু দেবে
গায়ে আর লোকে বলবে, একেই তছনছ করা বলে।
অশিক্ষাও বলে কেউ, বলে, মূর্খ, ভাঙা শিখতে হয়—
অপরূপভাবে ভাঙা, গড়ার চেয়েও মূল্যবান
কখনো-সখনো!

যাওয়া ভালো

নিজের প্রাসাদ ছেড়ে কেন যে কুটিরে যেতে চাও
তা কি তুমি জানো?
সে কি শুধু অভিজ্ঞতা হবে ব'লে! দারিদ্র্যবিলাস!
না কি একদিন এই প্রাসাদ বাগিচা ছেড়ে নিশ্চিত দাঁড়াবে
গঙ্গাতীরে, এলোমেলো হাওয়ার ভিতরে।

দাঁড়াবে—কথার কথা, শুয়ে থাকতে হবে
বন্ধু ও শত্রুকে ছেড়ে শুয়ে থাকতে হবে
একা একা, কোনরূপ আসক্তিব্যতীত
হিরণ্ময় আলো আসবে তোমাকে জানাতে
অভ্যর্থনা।
নিজেও জানো না
নিজের প্রাসাদ ছেড়ে কেন যে কুটিরে যেতে চাও!

যাওয়া ভালো, যেতে পারা ভালো!

পাহাড়িয়া কলকাতা

পাতালরেলের জন্যে কাটা মাটি পাহাড় গড়েছে।

ময়দানের রূপ বদলে হয়ে গেছে সাঁওতাল পরগণা!
পাহাড়চূড়োয় গাছ, কাশবন, নিচের ঝুপড়িতে
করম পরব হয় ফি-বছর, হাঁড়িয়া মচ্ছব
প্রতিসন্ধ্যা লেগে থাকে, মাদলের আওয়াজে কলকাতা
রাত্তির দুপুর তক্ পাহাড়িয়া সুরে মজতে থাকে।

কাছের পারক স্ট্রিট মুগ্ধ, মুছে যায় মাদলে-বাদলে,
অশরীরী আলো দেখে মানুষ উত্যক্ত হয়ে পড়ে।
অন্তর্ভ্রমণ সুখকর, শুধু প্রাত্যহিকতার
বেড়াজাল ছিঁড়েখুঁড়ে, কী নতুন, অসহ্য নতুন—
কলকাতা সবার জন্যে মর্ত্যে এই স্বর্গসুখ গড়ে!

দিগরিয়া, পাহাড়ি দরবেশ

নাপ্‌তে দোকানের মতো ছবি তোর পশ্চিমে টাঙানো
দিগরিয়া, আতিশয্য দিয়ে ঘেরা জানালা কপাট
নকাশি কাঁথার ফ্রেম, ফোঁড় তোলে ভাসমান বকে
ইচিরি কিচিরি করে আলো, আলেয়ার মতো দূরে!
স্বপ্নের আলিসা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছি তোমার মহিমা
অন্তর্গত করবো ব'লে, সারসের মতো ঠুকরে ঠোঁটে
তোমার রঙের চুমকি সল্‌মাকাজ, অঙ্গে নেবো ব'লে
দাঁড়িয়ে রয়েছি, এই সত্তর-বয়স্ক বাড়িটার
ছাতে, একা—একা নয়, অনেকেই আছে...
দৃশ্যত, দৃশ্যের বাইরে আছে ভূত, ভুষো ও পাথর—
দিগরিয়া, সূর্য গেলে, তুমি হও পাহাড়ি দরবেশ!
একা একা।

এপিটাফ

কিছুকাল সুখ ভোগ করে হলো মানুষের মতো
মৃত্যু ওর, কবি ছিল, লোকটা কাঙালও ছিল খুব।
মারা গেলে মহোৎসব করেছিল প্রকাশকগণ,
কেননা, লোকটা গেছে, বাঁচা গেছে, বিরক্ত করবে না
সন্ধ্যেবেলা সেজে-গুজে এসে বলবে না, টাকা দাও
নতুবা ভাঙ-চুর হবে, ধ্বংস হবে মহাফেজখানা,
চট্‌জলদি টাকা দাও, নয়তো আগুন দেবো ঘরে

অথচ আগুনে পুড়ে গেল লোকটা—কবি ও কাঙাল!